ইউনিট ২০

বেকারত্ব ও নিরক্ষরতা

ভূমিকা

বাংলাদেশে বেকারত্ব একটি অন্যতম আর্থ-সামাজিক সমস্যা। দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বাস করছে। এর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। সাধারণভাবে, কর্মক্ষম মানুষ প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও যখন কাজ পায় না তখন তাকে বেকারত্ব বলে। বর্তমান অধ্যায়ে নিম্নোক্ত পাঠসমূহ আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণ।
পাঠ-২ : বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ।
পাঠ-৩ : আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র শিল্প।
পাঠ-৪ : নিরক্ষরতা সৃষ্ট সমস্যা।
পাঠ-৫: নিরক্ষরতার কারণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়।

পাঠ-১ : বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বেকারত্ব বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণসমূহ বাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বেকারত্ব প্রতিটি জাতির জন্য অভিশাপ। কারণ মানুষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ না পেলে মেধা ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটে। বেকারত্ব তরুণ সমাজের মধ্যে ভয়াবহ হতাশা তৈরি করে। এতে একদিকে তারুণ্যের অপচয় ঘটে, অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। বেকারত্ব অসংখ্য সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়।

এককথায় বেকারত্বের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন, তবে বলা যায়, যার কর্ম নেই, সে বেকার। আর বেকার ব্যক্তির অবস্থানকেই বেকারত্ব বলে। অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মহীনতা হলো বেকারত্ব। সুস্থ, কর্মক্ষম ব্যক্তির কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তির কর্মসংস্থানের অভাবকে বেকারত্ব বলে। তবে, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী, অক্ষম, শিশু বা বৃদ্ধের কর্মহীনতাকে বেকারত্ব বলা যায় না।

বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতি

১. **মৌসুমী বেকারত্ব :** আমাদের দেশে ঋতুভিত্তিক বা মৌসুমী বেকারত্ব দেখা যায়। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ থাকে এবং বাকি সময় কোন কাজ থাকে না। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে ঋতুভিত্তিক বা মৌসুমী বেকারত্বই প্রধান।

২. **প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব :** আমাদের দেশে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হওয়ায় এবং অব্যাহত গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক কর্মে নিয়োজিত। এই অতিরিক্ত শ্রমিককে কৃষি থেকে অন্যত্র কর্মে নিয়োগ করা যেতে পারে। এই ধরনের বেকারত্বকে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলে।

৩. **যান্ত্রিক বেকারত্ব :** নতুন নতুন প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল শিল্পে ব্যবহারের ফলে অনেক শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে। আবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে, ফলে যান্ত্রিক বেকারত্ব দেখা দিচ্ছে।

৪. **বাণিজ্য চক্রের ফলে বেকারত্ব :** বাণিজ্য চক্রের পরিবর্তনের ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কোন শিল্পে যখন সমৃদ্ধি আসে তখন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়; আবার শিল্পে ও ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিলে অনেক শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে। এই ধরনের বেকারত্বকে বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারত্ব বলে।

৫. **শিক্ষিত বেকারত্ব :** আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা খুব বেশি। শ্রম মন্ত্রণালয়ের মতে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি।

৬. **ছদ্ম বেকারত্ব :** বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছদ্ম বেকারত্ব বিদ্যমান। শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পাওয়াকে শিক্ষিত ব্যক্তির 'ছদ্ম বেকারত্ব' বলে। ছদ্ম বেকাররা মূলত খণ্ডকালীন কাজ করে।

৭. **সংখ্যাজনিত বেকারত্ব :** শ্রমিকেরা এক পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করলে কিছু সময় তারা বেকার থাকে। এ অবস্থাকে সংখ্যাজনিত বেকারত্ব বলে।

বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণসমূহ

বাংলাদেশে বেকারত্ব একটি গুরুতর আর্থ-সামাজিক সমস্যা, এই সমস্যা কোন একক কারণে সৃষ্টি হয়নি। এই সমস্যার বহুবিধ কারণ রয়েছে। নিম্নে বেকারত্বের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে বিনিয়োগ না হওয়ায় ক্রমান্বয়ে বেকারত্ব বাড়ছে। এ দেশে প্রতি বছর শতকরা ১.৪৮ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ফি বছর সাড়ে সাত লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রয়োজন।

২. **প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের অন্যতম উৎস হচ্ছে কৃষি। কৃষি ঋতুকালীন কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশের বেকারত্বের ক্ষেত্রে ঋতুকালীন প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। তাই মৌসুমী বেকারের প্রধান কারণ প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা।

৩. **অনুন্নত অর্থনীতি :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অনুন্নত ও কৃষিনির্ভর। ফলে এদেশে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। তাই এদেশে বেকারত্ব বাড়ছে।

৪. **অনুন্নত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া :** রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাস্তবমুখী শিল্পনীতির অনুপস্থিতি, বিদেশী সাহায্য ও প্রযুক্তিনির্ভর অপরিকল্পিত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া, ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান না হওয়ায় বেকারত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. **কৃষি নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, ফলে এদেশে অর্ধ বেকারত্ব বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায়।

৬. **কুটির শিল্পের অবলুপ্তি :** আমাদের মত অনুন্নত ও জনবহুল দেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিল্পায়নের ফলে এদেশে কুটির শিল্পের প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে। আর কুটির শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে পড়েছে।

৭. **নিরক্ষরতা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব :** বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রায় সবাই নিরক্ষর এবং কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বর্জিত। সেজন্য বাইরে যেমন তারা কর্মসংস্থান করতে পারে না, তেমনি নিজেরাও কিছু করে বাঁচতে পারে না।

৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশে প্রতি বছর নদীর ভাঙ্গন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে বিপুল পরিমাণে কৃষি শ্রমিক বেকারত্বের শিকার হচ্ছে।

৯. **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম বলে মাথাপিছু সঞ্চয়ও অত্যন্ত কম। তাই মূলধন সৃষ্টি হচ্ছে না। মূলধনের অভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বেকারত্ব বাড়ছে।

১০. **মহিলাদের কর্মসংস্থানের অভাব :** আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। কিন্তু রক্ষণশীলতা ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে নারীদের বৃহৎ অংশ গৃহবন্দি। অর্থকরী কাজের ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তাদের বেকার জীবন যাপন করতে হয়।

১১. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রশাসনিক রদবদলের ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে অক্ষম।

সারসংক্ষেপ

বেকারত্ব প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। বেকারত্বের বিভিন্ন ধরন আছে, যেমন– মৌসুমী বেকারত্ব, প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব, যান্ত্রিক বেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব প্রভৃতি। বাংলাদেশে বেকারত্বের ক্ষেত্রে কোন একটি কারণ উল্লেখযোগ্য নয়। অসংখ্য কারণের সমন্বয়ে দেশে ভয়াবহ বেকারত্ব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জনসংখ্যার আধিক্য, অনুন্নত অর্থনীতি, নিরক্ষরতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, কৃষি জমির স্বল্পতা, শিল্পায়ন সমস্যা, কুটির শিল্পের বিনাশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে বেকারত্বের জনসংখ্যার সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গ্রামাঞ্চলে কোন ধরনের বেকারত্ব বেশি

(ক) যান্ত্রিক বেকারত্ব (খ) শিক্ষিত বেকারত্ব

(গ) মৌসুমী বেকারত্ব (ঘ) সংঘাতময় বেকারত্ব

২। যান্ত্রিক বেকারত্ব মূলত দেখা যায়–

(ক) কৃষিতে (খ) শিল্প-কারখানায়

(গ) কুটির শিল্পে (ঘ) উপরের সবকটিতে

৩। বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণ–

(ক) নিরক্ষরতা (খ) জনসংখ্যার আধিক্য

(গ) অনুন্নত অর্থনীতি (ঘ) উপরের সবকটি।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতি আলোচনা করুন।

২। বেকার সমস্যার কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ) ২। (খ) ৩। (ঘ)

পাঠ-২ : বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

বেকারত্ব বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে এক প্রকট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। তাই এই সমস্যার সমাধান দেশের কল্যাণে একান্ত অপরিহার্য। নিম্নলিখিত উপায়ে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধান করা যায়–

১. **সামাজিক জরিপ :** সামাজিক জরিপের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত বেকারের সংখ্যা, বেকারত্বের ধরন, তার প্রকৃত কারণ প্রভৃতির একটি তালিকা তৈরি করে সেই অনুযায়ী শ্রমের যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি।

২. **অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন :** আমাদের দুর্বল ও নড়বড়ে অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সেইজন্য উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হবে।

৩. **শিল্পোন্নয়ন :** শিল্পোন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পোন্নয়ন করে এদেশে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৪. **কুটির শিল্পের উন্নয়ন :** বাংলাদেশের বেকারত্ব দূর করতে কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজন এবং সাথে সাথে এর উন্নয়নও দরকার, যাতে এদেশের দরিদ্র জনগণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সাময়িক বেকারত্বের সময় উপার্জনের সুযোগ লাভ করতে পারে।

৫. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** দেশের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বেকারত্ব বাড়ছে, তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৬. **কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন :** আমাদের অধিকাংশ জমিতে বছরে মাত্র একবার ফসল ফলানো হয়। তাই অন্য মৌসুমে কৃষকরা বেকার হয়ে পড়ে। এ সকল জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষের ব্যবস্থা করে বেকারত্ব দূর করা যায়।

৭. **নারীদের কর্মসংস্থান :** আমাদের জনশক্তির অর্ধেক স্থান নারীরা দখল করে আছে। কিন্তু পর্দা-প্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদির কারণে তাদের বৃহৎ অংশ ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছে। ঐ সব কুসংস্কার দূর করে তাদের কর্মোৎসাহী করতে হবে এবং পুরুষের পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. **বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি :** জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব এবং তাতে বেকারত্বও দূর করা যায়। তাই পরিকল্পিত পরিকল্পনা এবং সরকারি নীতিমালার অধীনে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

৯. **স্বকর্ম প্রকল্প সৃষ্টি :** স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ছোট ছোট স্বকর্ম প্রকল্প গ্রহণে গ্রামীণ এবং শহুরে জনগণকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করে বেকারত্ব সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

১০. **জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন :** বেকারত্ব সমাধানের জন্য বাংলাদেশে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন করা দরকার, কারণ শুধু বিচ্ছিন্ন এবং অসংগঠিত কিছু কর্মসূচির মাধ্যমে বেকারত্বের ন্যায় ব্যাপক সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না।

সারসংক্ষেপ

তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশকেও জটিল বেকার সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বেকার সমস্যার সমাধান রাতারাতি সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কর্মমুখী শিক্ষার প্রচলন, কুটির শিল্পের বিকাশ, নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনশক্তি রপ্তানি, কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে বেকার সমস্যা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে —— মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

২। পুরুষের পাশাপাশি —— কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। —— পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে হবে।

৪। কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় —— বাড়ছে।

৫। —— ছাড়া বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বেকার সমস্যা দূরীকরণে তিনটি উপায় লিখুন।

২। জনশক্তি রপ্তানি করে কিভাবে বেকারত্ব দূর করা যায়?

(ক) উত্তরমালা

১। বৈদেশিক, ২। নারীর, ৩। সুষ্ঠু, ৪। বেকারত্ব, ৫। পরিকল্পনা।

পাঠ-৩ : আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র শিল্প

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আত্মকর্মসংস্থান বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থান কিভাবে করা যায় তা আলোচনা করতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

দেশের যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে না পারলে দেশের অর্থনীতি কখনই উন্নত হবে না। দেশে বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরির পরিধি সীমাবদ্ধ। বেকার যুব সমাজের জন্য চাকরির ব্যবস্থা দেশে নেই। তাই চাকরির বিকল্প হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করে বেকার সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে খুবই উজ্জ্বল।

আত্ম-কর্মসংস্থানের সংজ্ঞা

আত্ম-কর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে বোঝায়। নিজস্ব চিন্তা, বুদ্ধি, নিজস্ব সম্পদ অথবা ঋণ করা সম্পদ নিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সামান্য ঝুঁকি নিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানই হচ্ছে আত্ম-কর্মসংস্থান। আত্ম-কর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি সাধারণত কোন না কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অথবা কোন ব্যবসার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। পোলট্রি ফাম, ডেইরি ফার্ম, পোশাক তৈরি, জাল বুনন প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার যেমন সমাধান হবে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নতিও ত্বরান্বিত হবে।

আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। এ দেশের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশি। লোকসংখ্যা বেশি হওয়াতে সবার জন্য চাকরির ব্যবস্থা এ দেশে নেই। কেননা দেশের শিল্প–কারখানা তেমন গড়ে ওঠেনি। আর সরকারি খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। তাই বাড়ছে বেকার সমস্যা। আমাদের দেশের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো–

১. **বেকার সমস্যা সমাধান :** আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক লোকের কোন কর্ম নেই। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

২. **দারিদ্র্য দূরীকরণ :** আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রেতার মধ্যে জীবন-যাপন করে। দারিদ্র্যের কারণে তারা জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

৩. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বিপুলসংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবার পাশাপাশি দেশের জনশক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে।

৪. **যুব সমাজের দেশেপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ :** আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বিপথগামী যুব সমাজ দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

৫. **শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ :** কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় গ্রামের লোকজন শহর অভিমুখে যাত্রা করে। শহরেও তাদের কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ নেই। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ প্রবণতার অবসান ঘটবে।

৬. **সামাজিক অপরাধ রোধ :** কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বেকার যুব সমাজ অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা তাতে বিঘ্নিত হয়। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বিপথগামী যুব সমাজকে সমাজের উন্নতিতে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

অতএব, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যাই শুধু দূর হবে না, এর মাধ্যমে যেমন সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা পাবে তেমনি দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে।

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্প

আমাদের মত দরিদ্র্যতম জনবহুল দেশে আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বহু সমস্যা রয়েছে। দেশের যুব সমাজকে চাকরির পেছনে না ছুটে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। দেশের বেকার যুব সমাজকে এজন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বর্পূ। দেশের যুব সমাজ নিজ উদ্যোগে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করে জীবিকা নির্বাহের পথ পেতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে। ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় খুবই কম। অথচ পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ অর্জন করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের মানসিকতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ। বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের আওতায় আনার জন্য ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

ক্ষুদ্র শিল্প বলতে বোঝায় ছোট আকারের শিল্পকে। ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ চল্লিশ হাজার টাকা থেকে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ছোট কারখানার দরকার। এ শিল্পে বিদ্যুৎ দরকার। আর ভাড়া করা শ্রমিকও নিয়োগ করতে হয়। ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদনকারী ও সেবা প্রদানকারী উভয় ধরনেরই হতে পারে।

হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, পাট ও পাটজাত শিল্প, খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্যাদির প্রস্তুতকরণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, বাঁশ ও বেতের তৈরি দ্রব্যাদি নির্মাণ, কাঠের আসবাবপত্র, খেলনা তৈরি, মধু চাষ, ছোট ব্যবসায় ও দোকানপাট পরিচালনা, ফল বাগান পরিচলনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত।

আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ

আমাদের দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত। সরকার বিপুল সংখ্যক বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে পারছে না। ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দু'ধরনের বেকার আছে। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে তারা নিজের ভাগ্য নিজেই ফিরিয়ে আনতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের বেকার জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নিম্নে ক্ষুদ্র শিল্পে আত্মকর্মগুলো আলোচনা করা হলো–

১. দেশের বেকার যুব সমাজকে ক্ষুদ্র শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, কোন কাজই ছোট নয়।

২. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য যুব ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে। সহজ শর্তে বেকার যুবকরা যাতে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. দেশের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র শিল্প সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে।

৪. যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এমন যুবনীতি প্রণয়ন করতে হবে যা যুব সমাজের উন্নয়ন করতে পারে।

৫. দেশের শিক্ষিত যুব সমাজকে চাকরির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

৬. বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের পর তরুণ-তরুণীরা যাতে দ্রুত ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

বেকারত্ব দূর করতে আত্ম-কর্মসংস্থানের কোন বিকল্প নেই। চাকরির বিকল্প হিসেবে যুব সমাজকে আত্ম-কর্মসংস্থন তথা ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনকে গুরুত্ব দিতে হবে। মূলত নিজের কর্মসংস্থান নিজেই তৈরি করাকে আত্ম-কর্মসংস্থান বলে। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নতিও ত্বরান্বিত হবে। পোলট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, মৎস্য চাষ, জাল বুনন, ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা আত্ম-কর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আত্মকর্মসংস্থানব বলতে বুঝায় –

(ক) কৃষি জমিতে কাজ করা (খ) নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করা

(গ) চাকরি করা (ঘ) কোনটি নয়

২। কোনটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(ক) মৎস্য চাষ (খ) পোলট্রি ফার্ম

(গ) কৃষি কাজ (ঘ) ডেইরি ফার্ম

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়?

২। আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কী কী করণীয়?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। আত্মকর্মসংস্থান কিভাবে করা যায় তা আলোচনা করুন।

২। আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ) ২। (গ)

পাঠ-৪ : নিরক্ষরতা সৃষ্ট সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নিরক্ষরতা কি তা জানতে পারবেন।
- নিরক্ষরতার প্রকৃতি ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

নিরক্ষরতাজনিত সমস্যা

নিরক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষকে বুঝায়। নিরক্ষর ব্যক্তি হলেন অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তি। বস্তুত অক্ষরজ্ঞান না থাকার অর্থ অক্ষর না চেনা। অক্ষরের ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞত থাকা। নিরক্ষর ব্যক্তি কোন জিনিস পড়তে ও লিখতে পারে না। নিরক্ষরতা দেশের জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ।

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। আবার নিরক্ষরতা অনেক সমস্যার কারণও বটে। নিরক্ষরতার কারণে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হয়ে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ-কার্যত নিরক্ষর। অশিক্ষাকে সব সমস্যার ধাত্রী বলে অভিহিত করা হয়। মূলত নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার কারণে সমাজে কুসংস্কার দানা বেঁধেছে। হাজার রকমের সমস্যা সামজিক জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে। নিরক্ষরতার কারণে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না।

নিরক্ষরতা সমাজকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে। মানুষ অন্ধবিশ্বাসে নিজের কর্মফলকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়। অথচ শিক্ষিত হলে এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হলে তার চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটত। অর্থাৎ একবার নয় বরং বরাংবার প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা সে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হত। তাই নিরক্ষরতা পাপ। একে পরিহার করে শিক্ষা গ্রহণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

নিরক্ষর মানুষ জীবন সম্পর্কে সচেতন নয়। শঠ ও প্রতারকগণ তাদেরকে সহজেই প্রতারিত করতে পারে। অসাধু রাজনীতিবিদগণ সহজে নিরক্ষর মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পায়। আমাদের দেশের রাজনীতির উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হল নিরক্ষরতা। অনবলবর্ষী বক্তা ও শঠদের খপ্পরে পড়ে আমাদের দেশের মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তারা সমাজে এরূপ খারাপ লোকদের চিনতে ও চিহ্নিত করতে পারে না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাবের অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা।

বাংলাদেশে সরকারি হিসাব মতে, সাক্ষরতার হার ৬৫ ভাগ। তবে সঠিকভাবে পড়তে ও লিখতে পারা লোকের সংখ্যা ৪৫ ভাগের বেশি নয়। অর্থাৎ দেশের প্রায় আট কোটি মানুষ কার্যত নিরক্ষর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তার সুফল ভেস্তে যাচ্ছে বিপুল নিরক্ষরতার কারণে।

নিরক্ষরতার কারণে গ্রামের অনেক মা-বাবা সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কৃষিক্ষেতে অথবা বড়লোকের ঘরে কাজ করতে পাঠায়। তারা সাময়িক কিছু অর্থ পাওয়ায় এটিকে লাভজনক মনে করছে। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্ম নিরক্ষরই থেকে যাচ্ছে। নিরক্ষরতার কারণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিও ব্যর্থ হচ্ছে। অশিক্ষার কারণে গ্রামীণ জনগণ পরিবারকে ছোট রাখতে আগ্রহী নয়। দেশের সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের একটি অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা। নিরক্ষর জনগণের কর্মসংস্থানের খুব বেশি সুযোগ নেই। নিরক্ষর ব্যক্তি তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। অধিকার সচেতন না হওয়ায় নিরক্ষর ব্যক্তি কর্তব্যবোধ সম্পর্কেও অসেচতন।

নিরক্ষরতা মানব উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। চিন্তার বন্ধ্যাত্ব ও জ্ঞানের অভাব হেতু নিরক্ষর মানুষ আত্মনির্ভর হতে পারে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ। পদে পদে তাদের জীবন বাধাগ্রস্ত হয়। দারিদ্র্যের নির্মম আঘাতে সর্বদাই নিরক্ষর ব্যক্তির জীবন বিপর্যস্ত থাকে। পক্ষান্তরে শিক্ষিত মানুষ স্বনির্ভর, আত্মসচেতন ও স্বাধীন। শিক্ষিত জনগণ হলো প্রকৃত অর্থে মানব সম্পদ।

নিম্নে নিরক্ষরতার কারণে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো –

নিরক্ষরতার কারণে সৃষ্ট সমস্যা

১. **কুসংস্কারাচ্ছন্নতা :** নিরক্ষরতা সমাজকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে ফেলে। মানুষ অন্ধবিশ্বাসে নিজের কর্মফলকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়। নিরক্ষরতার কারণে তার চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটতে পারেনা।

২. **অসচেতনতা :** নিরক্ষর মানুষ সহজেই প্রতারণার শিকার হয়। জীবনের প্রতি পদে পদে তারা নিষ্পেষিত ও বঞ্চিত হয়। কেননা তারা অসচেতন।

৩. **কলহ-বিবাদের সৃষ্টি :** নিরক্ষরতার কারণে মানুষ ভালো মন্দ অথবা ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারে না। তাই সামান্য কারণেই তারা কলহ-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

৪. **অপরাধপ্রবণতা :** নিরক্ষরতার কারণে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। নিরক্ষর ব্যক্তির ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা কম বিধায় তারা সহজেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু তারা দরিদ্র, এ কারণে তারা সহজে প্রলুব্ধ হয়।

৫. **অসুস্থ জনশক্তি :** নিরক্ষর ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। ফলে তারা প্রায়ই নানারকম অসুস্থতার মধ্যে দিনাতিপাত করে। কেননা তারা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অজ্ঞ।

৬. **অদক্ষ জনবল :** নিরক্ষর ব্যক্তি তার কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য কোনো প্রকার বইপত্রের সাহায্য নিতে পারে না। ফলে তারা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে পারে না। এজন্য তারা অদক্ষ জনবল।

৭. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেতনার অভাবে তারা পরিবারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ফলে কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

৮. **অশিক্ষার বিস্তার :** ব্যক্তি নিজে নিরক্ষর হবার কারণে সে তার সন্তানের শিক্ষার প্রতিও উদাসীন থাকে। ফলে দেশে অশিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়।

সারসংক্ষেপ

নিরক্ষরতা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। এ সামাজিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তির ভূমিকা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব অপরিসীম। নিরক্ষরতার কারণে সৃষ্ট সমস্যা হচ্ছে কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, জীবন সম্পর্কে অসচেতনতা, কলহ-বিবাদ সৃষ্টি, অপরাধপ্রবণতা, অসুস্থ জনশক্তি, অদক্ষ জনবল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্যা হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। নিরক্ষর ব্যক্তি আত্মনির্ভর নয়।

২। নিরক্ষরতা একটি সামাজিক অভিশাপ।

৩। নিরক্ষরতা জাতীয় উন্নয়নের বাধা নয়।

৪। নিরক্ষর ব্যক্তি সহজেই প্রলুব্ধ হয়।

৫। নিরক্ষর ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভাল হয়।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। নিরক্ষরতা বলতে কি বুঝায়? নিরক্ষরতা সৃষ্ট সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

২। 'নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ' – উক্তিটি যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। স, ২। স, ৩। মি, ৪। স, ৫। মি.

পাঠ-৫ : নিরক্ষরতার কারণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নিরক্ষরতার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করতে পারবেন ।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব আলোচনা করতে পারবেন ।

নিরক্ষরতা এক সামাজিক ব্যাধি । নিরক্ষরতা অন্ধত্বের সামিল । অসংখ্য সামাজিক সমস্যার মূলে রয়েছে নিরক্ষরতা । মূলত দারিদ্র্যের কারণেই সমাজে নিরক্ষরতা টিকে থাকে । আবার নিরক্ষরতা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে । এটি একটি দুষ্টচক্রের মতো সমাজে স্থায়ী রূপ লাভ করে । নিরক্ষরতার পিছনে অসংখ্য কারণ বিদ্যমান । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

নিরক্ষরতার কারণসমূহ

(১) **দারিদ্র্য :** দারিদ্র্যের কারণেই অধিকাংশ বাবা-মা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না । ভবিষ্যতে উচ্চ শ্রেণীতে পড়ার খরচ যোগাতে পারবেন না বলে স্কুলে পাঠান না । তারা তাদের শিশু-সন্তানদের শ্রম বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাকে শ্রেয় মনে করেন ।

(২) **বেকারত্ব :** আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর এক বিরাট অংশ আজ বেকার । এই বেকার যুবকরা শিক্ষিত হয়েও বাবা-মার সংসারে বোঝা হয়ে আছে । আমাদের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ গ্রামে বাস করে । তারা শিক্ষিত যুবকদের এই বেকারত্ব দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে সন্তানদের শিক্ষিত বেকার বানানোর চেয়ে অশিক্ষিত কৃষিজীবী বা কৃষি মজুরি শ্রমিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায় ।

(৩) **সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি :** আমাদের কৃষিনির্ভর নিরক্ষর গ্রামীণ বাবা-মা সন্তানদের শিক্ষিত করতে ভয় পান । তাদের ধারণা সন্তান যদি শিক্ষিত হয় তবে তারা সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । তাদের ধারণা শিক্ষিত সন্তান কর্মস্থলে চলে যাবে এবং আস্তে আস্তে তাদের থেকে দূরে চলে যাবে । তারা চান তাদের সন্তানরা বাপ-দাদার পেশা গ্রহণ করে বার্ধক্যে বাবা-মার যত্ন করুক ।

(৪) **বয়স্ক শিক্ষার অভাব :** আমাদের সমাজে নিরক্ষরতার আরেকটি কারণ এই যে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অপর্যাপ্ততা । বয়স্ক শিক্ষা ছাড়া জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না ।

(৫) **নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা :** আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী । নারীদের শিক্ষার ওপর এখনও দেশে নানা বাধা রয়েছে । বিশেষ করে অনুন্নত গ্রাম এলাকায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব রয়েছে ।

(৬) **চাকরির অনিশ্চয়তা :** শিক্ষার প্রকৃত মর্যাদা না দিলে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হবে না । সমাজ ও রাষ্ট্র যদি শিক্ষিত ব্যক্তির চাকরির নিশ্চয়তা তথা আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি না করে তবে সমাজ থেকে অশিক্ষা দূর হবে না ।

(৭) **মা-বাবার অসচেতনতা :** আমাদের সমাজে নিরক্ষরতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো বাবা-মার নিরক্ষর । তাদের অনেকেরই শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই । শিক্ষাকে অতিরিক্ত ব্যয়বহুল মনে করে তাদের সন্তানদের অজানা জগৎ বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না ।

(৮) **অপার্যপ্ত শিক্ষা ব্যয় :** এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি কারণ হলো শিক্ষা খাতে সরকারের অতি নিম্ন ব্যয় বা বিনিয়োগ যার ফলে, বিশেষ করে গ্রামঞ্চলে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্ভব হচ্ছে না । ফলে শিক্ষার হার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না ।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

উপরে নিরক্ষরতার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো। এই সব বাধা দূর করতে পারলে সমস্যার অকেটা সমাধান সম্ভব। নিম্নে নিরক্ষরতা দূর করার উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো–

(১) **স্বচ্ছলতা অর্জন :** সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে। অন্তত বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যয় ভার বহন করার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টি করতে হবে।

(২) **বেকার সমস্যার সমাধান :** নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন। শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান হলে জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস জন্ম নিবে যে তাদের সন্তানরা পড়ালেখা শিখে বেকার বসে থাকবে না, তাদের অর্থ, সময় এবং শ্রম কোনটাই বৃথা যাবে না। তখনই তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবে।

(৩) **উন্নত আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি :** উন্নত জীবন যাত্রার প্রতি সাধারণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। শিক্ষাই উন্নত জীবনের চাবিকাঠি এটা তাদের বুঝাতে হবে। এ জন্য গণমাধ্যমসমূহকে সক্রিয় করা প্রয়োজন।

(৪) **বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি :** নিরক্ষরতা দূর করতে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। বয়স্কদের শিক্ষিত করতে পারলে তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিবে।

(৫) **শিক্ষা ব্যয় হ্রাস :** শিক্ষার ব্যয়ভার কমাতে হবে এবং শিক্ষার উপকরণ সহজলভ্য করতে হবে।

(৬) **খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা :** দারিদ্র্যের কারণে যে সব বাবা-মা তাদের সন্তানদের শিশুশ্রম বিক্রি করছেন বা সংসারের কাজে লাগাতে বাধ্য হন তাদের জন্য খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা এবং নৈশকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

(৭) **শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন :** শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে অর্থাৎ যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।

(৮) **শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি :** শিক্ষা খাতে সরকারকে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, যাতে শিক্ষা প্রসারে প্রাতিষ্ঠানিক ও উপকারণিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা প্রয়োজন। এ লক্ষে বাজেট শিক্ষা ব্যয় বাড়াতে হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার ও নাগরিকের কর্তব্য

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার ও নাগরিকের করণীয় সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

ক. সরকারের করণীয়

এ বিপুল পরিমাণ মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য সরকারের কতগুলো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সেগুলো নিম্নরূপ–

১. **তথ্য সংগ্রহ :** নিরক্ষর মানুষের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সরকার প্রকল্প গ্রহণ করে টাস্কফোর্স গঠন করে এ কাজটি করতে পারে।

২. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন :** নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রচুর পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হবে। গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৩. **বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ :** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে শিক্ষার উপকরণ কেনা সম্ভব নয়। তাই সরকারকে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সুখের বিষয় এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে। স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

৪. **কর্মমুখী শিক্ষা :** আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে পেশাভিত্তিক শিক্ষার জন্য বই রচনা করা প্রয়োজন। কর্মমুখী শিক্ষা দিতে পারলে বয়স্ক লোক তা মনে রাখতে পারবে।

৫. **শিক্ষার জন্য ঋণ ও অনুদান প্রথা চালুকরণ :** নিরক্ষরদের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক নয়। তবুও তাদেরকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি দিলে তারা শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হবে। এ জন্য সরকারকে অনুদান ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. **শিক্ষাব্যাংক চালুকরণ :** ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়া বন্ধ করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। নিরক্ষর থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা ঋণ দেওয়ার জন্য সরকারকে আন্তরিকতার সাথে ব্যাংক গঠন ও চালু করতে হবে।

খ. নাগরিকের কর্তব্য

নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং জাতীয় উন্নয়নে শুধু সরকারি ভূমিকা যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি নাগরিকদের যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে। সেগুলো নিম্নরূপ–

১. তথ্য দেওয়ার জন্য নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

২. অনুদান, বৃত্তি, উপবৃত্তি প্রদান করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষিত ও সম্পদশালীদের এগিয়ে আসতে হবে।

৩. শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ছাত্রসমাজকে এলাকার নৈশ্য বিদ্যালয় স্থাপন করে বয়স্ক শিক্ষা দিতে হবে।

৪. বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় নবাগরিকদের উৎসাহী করতে হবে। এ ব্যাপারে দেশের বেশ কয়েকটি এন.জি.ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠানটি দেশের ৫৭০টি গ্রামকে নিরক্ষরতা মুক্ত করছে। ব্র্যাক এবং প্রশিকাও শিক্ষা বিস্তারে কাজ করছে।

সারসংক্ষেপ

নিরক্ষরতা এক ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। নিরক্ষরতার অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম হলো– দারিদ্র্য, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের অপ্রতুলতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, বেকারত্ব, অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যয় প্রভৃতি। তবে দারিদ্র্য হলো নিরক্ষরতার প্রধান কারণ। দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হলে নিরক্ষরতাও দূর হবে। নিরক্ষরতা দূর করতে সরকারকে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, কাজের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি কর্মসূচির পরিধি বাড়াতে হবে। নিরক্ষরতা দূর করার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তবে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এক্ষেত্রে দায়িত্ব নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিরক্ষরতা দূর করার মূল দায়িত্ব কার?
(ক) ব্যক্তির (খ) রাষ্ট্রের (গ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (ঘ) দাতা সংস্থার।

২। নিরক্ষরতার প্রধান কারণ
(ক) দারিদ্র্য (খ) সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (গ) অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যয় (ঘ) অবকাঠামোগত সমস্যা

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। নিরক্ষরতার কারণসমূহ ব্যাংখ্যা করুন।

২। নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

৩। নিরক্ষরতা দূরীকরণে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ) ২। (ক)